|  |
| --- |
| **অধ্যায়-৪**স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ |

**১.০ ভূমিকা**

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের রুপকল্প, অভিলক্ষ্য এবং কার্যাবলির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ শিশুদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং সার্বিক জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়োজিত। এ বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ পর্যালোচনায় প্রতিভাত হয় যে, শিশু স্বাস্থ্যসেবা জোরদারকরণের লক্ষ্যে মূলত তিনটি ক্ষেত্রে যথা-শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসকরণ, শিশুদের অপুষ্টি হ্রাসকরণ এবং দক্ষ জম্মদান সহায়তাকারীর মাধ্যমে সুস্থ্য ও সবল শিশু প্রসবকরণে এ বিভাগের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। এছাড়া শিশুদের সম্প্রসারণ টিকাদান কর্মসূচির আওতা সম্প্রসারণ এ বিভাগের অন্যতম উদ্দেশ্য। বাংলাদেশ শিশুমৃত্যু রোধে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।

বিডিএইচএস-২০১৪ অনুযায়ী সাম্প্রতিক বছরসমূহে বাংলাদেশ শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। কিন্ত এখনও এদেশে বছরে প্রায় ৭০,০০০ শিশু জন্মের ২৮ দিনের মধ্যে মারা যায়, প্রতি ঘন্টায় মারা যায় ৮ জনেরও বেশি নবজাতক। ৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর শতকরা ৬১ ভাগই মারা যায় জন্মের প্রথম মাসে এবং মোট নবজাতকের মৃত্যুর অর্ধেকই ঘটে জন্মের প্রথম দিনেই। এইসব শিশুরা মারা যায় নানাবিধ কারণে। তন্মধ্যে, সিংহভাগই মারা যায় সময়মত সঠিক পরিচর্যার অভাবে। মৃত্যু ছাড়াও এমন অনেক রোগ ব্যাধি আছে যা শিশুকে সারা জীবনের জন্য পঙ্গু করে দেয় অথবা শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশকে ব্যহত করে।

২০১৩ সালে বাংলাদেশ সরকার ২০৩৫ সাল নাগাদ প্রতিরোধযোগ্য শিশুমৃত্যুর অবসানে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিশু মৃত্যু হার প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ২০ এ নামিয়ে আনতে বাংলাদেশ এখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ লক্ষ্যে সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের পাশাপাশি দেশে এবং বিদেশে সম্পাদিত গবেষণায় সফল প্রমাণিত কিছু কর্মসূচি ও কৌশলগত কর্মপন্থা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই সকল নতুন কর্মসূচির বাজেটসহ এরই মধ্যে এইচপিএনএসপি এর এমসিআরএন্ডএএইচ অপারেশনাল প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং শিশুদের সুযোগ সুবিধা ও অধিকার সংশ্লিষ্ট খাতে অর্থের বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

**এর মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরুপঃ**

* স্বাস্থ্য শিক্ষা, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত যুগোপযোগী নীতিমালা ও বিধিবিধান প্রণয়ন;
* শিশু স্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি এবং পুষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন;
* মা, শিশু ও কিশোরী স্বাস্থ্য সেবা আধুনিকায়ন ও জোরদারকরণ;
* শিশু মৃত্যুরোধ ও তাদের জীবনমান উন্নয়নে মায়েদের প্রশিক্ষণ, প্রচারণা ও পুষ্টি উপাদান সরবরাহকরণ।

**২.০ জাতীয় নীতি কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ**

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি-কৌশলসমূহ ও সে আলোকে গৃহীত কার্যক্রমসমূহের সারসংক্ষেপ নিম্নে বর্ণনা করা হল:

| **জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ** | **কার্যক্রমসমূহ** |
| --- | --- |
| **জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১**সবার জন্য মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা এবং সেবা ও পুষ্টিমান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ২০১১ সালে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন করা হয়। রাষ্ট্রের অন্যতম সাংবিধানিক দায়িত্ব, সকল নাগরিকের মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিকে অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া এই নীতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এই নীতিতে শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত নিম্নরুপ বিষয়গুলোকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছেঃ* শিশু ও মাতৃত্বকালীন পুষ্টিহীনতা কমানো;
* শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমানো;
* শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রাম পর্যায়ে নিরাপদ শিশু প্রসবের অবকাঠামো স্থাপন;
* প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার সুবিধা সম্প্রসারণ;
* মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ সম্প্রসারণ;
* প্রয়োজনীয় মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা সকল সেবা প্রত্যাশীদের দোরগোড়ায় পৌঁছানো;
* সকল উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা সেবা পৌঁছানো।
 | * মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা, পরিবার পরিকল্পনা সেবা, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা;
* কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে পর্যায়ক্রমে ২৪/৭ সার্ভিস চালু করা;
* পুষ্টিসেবা প্রদান;
* জন্মের পর পরই নবজাতককে বুকের দুধ খাওয়ানো;
* Infant and Young Child Feeding (IYCF) *কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশব্যাপী ভিটামিন-এ ও ফলিক এসিড বিতরণ;*
* মা ও শিশু কেন্দ্রে কিশোর বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ;
* কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালীন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা;
* Essential Service Package (ESP) বাস্তবায়ন;
* মা ও শিশুদের সচেতনতামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা;
* নবজাতকের অত্যাবশ্যকীয় সেবা, শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ, জন্মনিবন্ধন ও শিশু অধিকার বিষয়ে স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
* প্রশিক্ষিত ধাত্রী (সিএসবি) তৈরি;
* স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত জনবলের প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষা প্রদান;
* সাংগঠনিক কাঠামোর উন্নয়ন ও সংস্কার;
* কর্মশালা / সেমিনার, তথ্য / উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ, গবেষণা।
 |
| **জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫** জাতীয় পুষ্টি নীতি-২০১৫ এর মূল উদ্দেশ্য হল জনগণের জন্য, বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত জনগণের, উন্নততর পুষ্টি সেবা প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। এ নীতির শিশু সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিম্নরুপঃ* শিশু, কিশোর-কিশোরী, গর্ভবতী ও ল্যকটেটিং মায়েদের পুষ্টির উন্নয়ন;
* শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাসকে উৎসাহিত করা;
* শিশুদের পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কার্যক্রম গ্রহণ;
* শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি নিশ্চিতকরণের জন্য বিভিন্ন সংস্থার কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন।
 |
| **সপ্তম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা**সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অনুর্ধ্ব ৫ বছরের শিশু মৃত্যুরহার কমিয়ে প্রতি হাজার জীবিত জন্মগ্রহণকারীর ক্ষেত্রে ২৭ (নবজাতকের ক্ষেত্রে ২০) জনে নিয়ে আসা; টিকাদান, হাম (১২ মাসের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে) ১০০ শতাংশে উন্নীত করা ইত্যাদি লক্ষ্য নির্ধারিত রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে দক্ষ স্বাস্থ্য কর্মীর দ্বারা প্রসবসেবা ৫৫ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা। |
| **চতুর্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (HPNSP)**কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো বর্তমানে যেসকল নাগরিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রাপ্তিতে পিছিয়ে রয়েছে তাদেরকে সেবার আওতায় নিয়ে আসা। বিশেষ করে শিশু, কিশোর-কিশোরী এবং শহর ও গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সেবার আওতায় নিয়ে আসা এ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। HPNSP-এর উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরুপঃ* স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান;
* মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই), বিকল্প স্বাস্থ্যসেবা এবং পুষ্টির উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন;
* শিশু মৃত্যু রোধ, শিশুদের পুষ্টি ও তাদের জীবনমান উন্নয়নে মায়েদের প্রশিক্ষণ ও প্রচারণা ও পুষ্টি উপাদান সরবরাহ;
* জন্ম নিয়ন্ত্রণ, জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
* কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
 |
| **টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs)**টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)-২০৩০ এ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি খাত সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে মাতৃ, নবজাতক, শৈশব স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি সেবা। এ লক্ষ্যসমূহ অর্জন ও বাস্তবায়নে পরিকল্পনা কমিশনের অধীন সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (GED) কর্তৃক প্রণীত SDGs Mapping মোতাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ১২টি Target-এর মোট ২২টি Indicator মাতৃ, নবজাতক ও শৈশব সম্পর্কিত। উল্লেখ্য যে, এসডিজি-৩ এর ২০টি ও এসডিজি-২ এর ২টি Indicator বাস্তবায়নে Lead Ministry এবং এসডিজি-৪ এর ১টি Target-এর ১টি Indicator বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় Co-Lead Ministry হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত। এর মধ্যে ২টি Indicator স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ সংশ্লিষ্ট, যা হলো (১) Proportion of women of reproductive age (aged 15-49 years) who have their need for family planning satisfied with modern methods এবং (২) Adolescent birth rate (aged 10-14 years; aged 15-19 years) per 1,000 women in that age group। এছাড়াও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য Indicators বাস্তবায়নে এ বিভাগ কো-লীড ও সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। |

৩.০ শিশু বাজেট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিগত তিন বছরের অর্জন

* বিগত তিন অর্থ বছরে দেশ ব্যাপি শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যাবলি পরিচালিত হয়েছে। নবজাতকের স্বাস্থ্যসেবার আওতায় ৪১১ জন চিকিৎসক, ৩৫৩২ জন উপসহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা এবং ৫৩১৯ জন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক ও পরিবার কল্যাণ সহকারীদের নবজাতক শিশুদের পরিচর্যা বিষয়ে ব্যাপকভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নবজাতকের সমম্বিত সেবা কার্যক্রম (সিএনসি) এর আওতায় ৬৬৬ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ১৬ জন চিকিৎসক এবং ১৩৫ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাকে Kangaroo Mother Care (KMC) এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শিশু স্বাস্থ্যের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ যথা এমক্সিসিলিন, জেন্টামাইসিন, এন্টানেটাল কর্টিকস্টেরয়েড, ৭.১% ক্লোরোহেক্সিডিন এবং বিভিন্ন সামগ্রী যেমন ব্যাগ এন্ড মাস্ক এবং Baby weighing scale এর জন্য বিভিন্ন ধরনের লজিষ্টিক ইউনিট চালু রয়েছে। শিশু মৃত্যুরোধ এবং শিশু স্বাস্হ্য সুরক্ষার সেবা কার্যক্রমের মান, শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি, প্রতিরোধযোগ্য সংক্রামক রোগ ও মায়েদেরকে শিশু স্বাস্হ্য বিষয়ক শিক্ষার উপর জোড় দেয়া হয়েছে। স্বাস্হ্য সেবা অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে ইপিআই কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। এ বিভাগের অধীন জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (নিপোর্ট) এর ব্যবস্হাপনায় শিশুর প্রারম্ভিক প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন বিষয়ে ১৩০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
* শিশুর উন্নয়ন ও অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট এ বিভাগের সাম্প্রতিক অর্জনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-শিশু মৃত্যু (৫ বছরের নিম্নে) হার হ্রাস (২০১৬-১৭ অর্থ বছরের ৪৯% থেকে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৩১%)। কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে পর্যায়ক্রমে ২৪/৭ নরমাল ডেলিভারী সেবা চালু করা শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাসে অবদান রাখছে। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের বিগত অর্থ বৎসরসমূহে ১০ টি জেলা কার্যালয় ও ১১০ টি পরিবার পরিকল্পনা স্টোর সহ উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় ও ৩৫৭ টি নতুন ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে দশ শয্যা বিশিষ্ট নতুন ৮৯ টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে, আরও ৭০ টি কেন্দ্র নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
* প্রশিক্ষিত ধাত্রীর মাধ্যমে প্রসবের হার বৃদ্ধি পেয়েছে [৪২.১% (বিডিএইচএস-২০১৪) হতে ৫০% (বিএমএমএস-২০১৬)] এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার বৃদ্ধি পেয়েছে [৩৭.৪% (বিডিএইচএস-২০১৪) হতে ৪৭% (বিএমএমএস-২০১৬)]। *১ বছর বয়সের নিচের শিশুদের পূর্ণ টীকা প্রাপ্তির হার ৭৫% হতে ৮২.*৩% *এ উন্নীত হয়েছে। অপুষ্টি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে* IYCF *কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশব্যাপী ভিটামিন-এ ও ফলিক এসিড বিতরণের ফলে শিশুদের পুষ্টিমান উন্নীত হয়েছে।* এসভিআরএস-২০১৫ অনুযায়ী প্রতি ১০০০ কিশোরী মায়েদের জন্য সন্তান জম্মদানের হার ৭৫% যা আগামী ২০২২ এর মধ্যে ৭০% এ হ্রাস করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ইতোমধ্যে মোট প্রজনন হার ২.৩ (বিডিএইচএস-২০১৪) হতে ২.০৫ এ (এসভিআরএস-২০১৭) হ্রাস পেয়েছে।

**৪.০ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ**

(বিলিয়ন টাকা)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **বিবরণ** | **বাজেট** **2020-21** | **বাজেট** **2019-20** | **প্রকৃত****2018-19** |
| বিভাগের মোট বাজেট |  | 57.88 |  |
| পরিচালন বাজেট |  | 34.58 |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  | 23.30 |  |
| বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট |  | 24.89 |  |
| পরিচালন বাজেট |  | 14.87 |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  | 10.02 |  |
| জাতীয় বাজেট |  | **5,232** |  |
| জিডিপি |  | 28,859 |  |
| সরকারের মোট বাজেট (জিডিপি’র শতকরা হার) |  | 18.13 |  |
| বিভাগের বাজেট (জিডিপি’র শতকরা হার) |  | 0.20 |  |
| বিভাগের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার) |  | 1.11 |  |
| বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি’র শতকরা হার) |  | 0.09 |  |
| বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার) |  | 0.48 |  |
| **বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (বিভাগের মোট বাজেটের শতকরা হার)** |  | **43.00** |  |

**সূত্রঃ অর্থ বিভাগ**

এ অর্থবছরে এ বিভাগের মোট ব্যয়ের ৪১.০৫ শতাংশ শিশুকল্যাণে নিয়োজিত। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ বরাদ্দ ছিল বিভাগের বাজেটের ৩৩.১৩ শতাংশ। বিভাগটি পরিচালন বাজেটের অধীনে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে, যাদের বেশিরভাগই শিশু-কেন্দ্রিক।

**৫.০ কেস স্টাডি/উত্তম চর্চা**

|  |
| --- |
| **জীবন গড়ার পরিকল্পনা (একজন জিন্নাতের গল্প)**জিন্নাত ফেরদৌসী একজন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা। বর্তমান কর্মস্থল সন্ধানপুর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল। বাবা এ কে এম সাহাবুদ্দিন একজন কৃষক আর মা শাহনাজ বেগম হচ্ছেন গৃহিনী। তারা ২ ভাই ২ বোন। ৪ ভাইবোনের মধ্যে সে তৃতীয়। বাড়ি টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলার সিংগুড়া গ্রামে। ছোট বেলা থেকেই অভাবের সংসারে বড় হওয়া। নিজের চোখের সামনে মায়ের সর্বশেষ সন্তানকে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করতে দেখে সে মনে ভীষণ কষ্ট পেয়েছিল। সেই থেকে তার মনের ইচ্ছা, সে আর কোন মায়ের সন্তানদের এভাবে অসুস্থ হয়ে সহজে মৃত্যুবরণ করতে দেবে না। তাই স্কুল ও কলেজের গন্ডি পেরিয়ে সে স্বপ্ন দেখে ডাক্তার-নার্স হবার। কিন্তু দরিদ্র পরিবারের পক্ষে তার স্বপ্ন পূরণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সে ভেঙে পড়ে। এলাকার পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকার সাথে তার পূর্ব পরিচয় ছিল। সে একদিন কথা প্রসঙ্গে জিন্নাতকে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা হিসেবে তার স্বপ্নপূরণ করার সুযোগের কথা বলে। ডাক্তার-নার্স না হয়েও যে মা-শিশুদের সেবা করা যায় তা এ সেবাপ্রদানকারীর কথায় সে বুঝতে পারে। ২০১৫-১৬ সালে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেখে সে আবেদন করে। এরপর ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে সে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা মৌলিক প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত হয়। পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাদের ১৮ মাস মেয়াদী মৌলিক প্রশিক্ষণ জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) এর তত্ত্বাবধানে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এফডব্লিউভিটিআই) গুলোতে পরিচালিত হয়। জিন্নাত ফেরদৌসী টাঙ্গাইল পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এফডব্লিউভিটিআই) এ ১৮ মাস মেয়াদি মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। দীর্ঘ প্রশিক্ষণ শেষে ডিসেম্বর ২০১৭ সালে বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারী কাউন্সিল (বিএনএমসি) দ্বারা পরিচালিত এবং নিপোর্টের তত্ত্বাবধানে চুড়ান্ত পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে ২০১৮ সালে সে প্রশিক্ষিত পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা হিসেবে বর্তমান কর্মস্থলে যোগদান করে অদ্যাবধি সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। তার এলাকার মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে সে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। আজ তার সেই এফডব্লিউ আপার কথা বিশেষ করে মনে পড়ছে। তার পরিবারের অভাব ঘুচে সচ্ছলতা ফিরেছে। সে স্বপ্ন দেখে, তার মত আরও মেয়ে শিশু ভবিষ্যতে বড় হয়ে জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) এর পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাদের ১৮ মাস মেয়াদী মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজে স্বাবলম্বী হয়ে নিজ এলাকা তথা বাংলাদেশের মা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবে। |

**৬.০ শিশু কেন্দ্রিক বাজেট বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের চ্যালেঞ্জসমূহ**

* বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রমের জন্য বাজেট পৃথক করা সম্ভব হয়নি;
* আন্ত:সংস্থা ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে সমন্বয় এবং সহযোগিতার অভাব;
* প্রশিক্ষণার্থীদের আর্থিক ও প্রনোদণা সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণের সমস্যা;
* স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সম্পর্কিত সার্ভে/গবেষণা বাস্তবায়নে প্রশিক্ষিত জনবল ঘাটতি;
* গবেষণা লব্ধ তথ্য সেবা প্রদানকারীদের দ্বারা শিশুদের জীবনমান উন্নয়নে যথাযথ বাস্তবায়নের সমস্যা;
* *পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এসডিজি এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য যেসব সেবা প্রদান করা হয়, সেসব সেবা সংশ্লিষ্ট এলাকায় পৌঁছানো কষ্টকর* (Hard to Reach Areas);
* কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে ২৪/৭ নরমাল ডেলিভারী সেবা চালুর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব রয়েছে;
* শিশুদের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নকারী ও গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নকারীগণের সঠিক প্রশিক্ষণ ও সচেতনতার অভাব|

৭.০ শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনা

| **পরিকল্পনার মেয়াদ** | **পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম** |
| --- | --- |
| **২০১৯-২০ অর্থবছরের পরিকল্পনা** | * সমন্বিত নবজাতক সেবা, শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ, জন্মনিবন্ধন ও শিশু অধিকার বিষয়ে ৭৫৭৫ জন স্বাস্থ্য কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
* **শিশুকেন্দ্রিক বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের** **জন্য ডিসেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা জারী;**
* মা, শিশু, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক ৬৫০০ টি অডিও বার্তা প্রস্তুত ও প্রচার;
* মা, শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং পুষ্টি বিষয়ক ১৪০টি ক্যাম্পেইন আয়োজন;
* বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত কর্মী (CSBA) দ্বারা ১৮০০টি গর্ভকালীন সেবা;
* জন্মের ২৪ ঘন্টার মধ্যে নবজাতককে বুকের দুধ খাওয়ানো;
* রক্ত স্বল্পতা প্রতিরোধে ১৫০০ কিশোরীকে আয়রন ফলিক এসিড প্রদান;
* ১১ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র উন্নীতকরণ;
* ১৫ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ;
* ১৩ টি ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ;
* প্রায় ৮০০ জন সেবা প্রদানকারীকে নিপোর্ট-এর মাধ্যমে মৌলিক প্রশিক্ষণ;
* ১৯০ জন মিডওয়াইফ ও নার্সকে ইভিডেন্স বেইজড প্র্যাক্টিস (ইবিপি) বিষয়ে মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান।
 |
| **মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা** | * **শিশুদের জন্য গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহ সম্প্রসারণ**;
* প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৩৯১৮টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, ৬৬টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, স্বাস্থ্য শিক্ষার উন্নয়নে ৮টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি এবং ৯টি নার্সিং কলেজ নির্মান করা হবে।
 |

**৮.০ উপসংহার**

সুস্থ শিশুই এনে দিতে পারে একটি সুন্দর আগামী। আগামীর শিশুদের জন্য চাই উপযুক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও সুস্থ, সুন্দর, মমতাময় পরিবেশ। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতে কর্মরত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদানকারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সময়োপযোগী গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নের কর্মসূচি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। এছাড়াও মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টিসেবা এবং কিশোর বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে একটি সুস্থ-সবল সমাজ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। এছাড়া, এ বিভাগ অটিজমসহ অন্যান্য বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদেরকেও একটি সুস্থ স্বাভাবিক জীবন নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে যাতে তারা আগামীর উন্নত বাংলাদেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। বাংলাদেশের প্রতিটি শিশু একটি সুস্থ জীবন পাক এবং দেশের উন্নয়নে উপযুক্ত যোগ্যতার পরিচয় রাখুক এটাই কাম্য।